গ্রেড A ক্লিংকার
শুধুমাত্র কনফিডেন্স সিমেন্টই ব্যবহার করছে
কনফিডেন্সসিমেন্ট | আস্থা রাখুন
01755-550035, 01755-550036

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

ফ্লাই এ্যাশ (ছাই) মুক্ত
রয়েল সিমেন্ট
ফাটল ও সোনা রোধী
যোগাযোগ : কবির মঞ্জিল, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ০১৭০৮-১৩৪৭৯৮

সোমবার | ৩১ অক্টোবর ২০২২ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬৩তম বর্ষ ৫৬ সংখ্যা | ১৫ কার্তিক ১৪২৯ সাল | ৪ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরীসহ অতিথিবৃন্দ –আজাদী

৫৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট পেলেন সনদ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ৩য় সমাবর্তন

শিক্ষা মানে মনোজাগতিক উন্নয়ন : শিক্ষা উপমন্ত্রী নওফেল

প্রকৃতিই আমাদের বড় শিক্ষক : পবিত্র সরকার

আজাদী প্রতিবেদন

'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই রে/ কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে। অনেক আগে সুনির্মল বসু তাঁর কবিতায় প্রকৃতির কাছে' শিক্ষা গ্রহণের কথা বলে গেছেন। শুধু সুনির্মল বসু নন, আরো অনেকেই প্রকৃতির কাছে শিক্ষা নেয়ার কথা বলেছেন। সে অর্থে বলা যায়, প্রকৃতিই আমাদের বড় শিক্ষক।' প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ৩য় সমাবর্তনে এসব কথা বলেছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার। গতকাল নগরীর নেভি কনভেনশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ *৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলাম*

৫৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট পেলেন সনদ

১ম পৃষ্ঠার পর

ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক, পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মিজানুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার, উপ-উপাচার্য প্রফেসর বেনু কুমার দে, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সেলিনা আক্তার প্রমুখ।

সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েটকে তাদের শিক্ষা সমাপনী সনদ তুলে দেয়া হয়। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় সমাবর্তনে তানভীর মাহবুব (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), মো. মহিউদ্দিন ইকবাল (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সৈয়দা আফরোজা (ব্যাচেলর অব ল'জ), সোহানা সুলতানা (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), নাবিল সাদ (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), রিদওয়ানুল আহসান নাঈমকে (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডিমিনিস্ট্রেশন) চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল; তাহমিনা নাজনীন (ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইংলিশ), ইউসরা আমরিন হুসেইন (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), শাহারিয়া জান্নাত সাফা (ব্যাচেলর অব ল'জ), অভিজিৎ পাল (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), রাবিয়া জাহান নিশা (মাস্টার্স অব ল'জ), সুজয় বড়ুয়াকে (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গোল্ড মেডেল এবং তূর্ণা দেব (ব্যাচেলর অব ল'জ), মরিয়ম বেগম (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), মো. রিদওয়ান সিদ্দিকী ওয়াদুদ (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সুলতানা আফরিন (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), জয়া সাহা (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), মো. সাইফুল ইসলামকে (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ভাইস চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে প্রদান করা হয় ডিনস অ্যাওয়ার্ড।

বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো সনদ নেওয়ার প্রতিযোগিতা নয়, কর্মজীবনের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্যও নয়। প্রাথমিকভাবে যে বিষয়টি শিক্ষার মাধ্যমে, বিশেষত, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ করি, সেটা হচ্ছে আমাদের মনোজাগতিক উন্নয়ন। এর জন্য দরকার মনোজাগতিক পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যদি না আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে বৃথা ছিল। গ্র্যাজুয়েট যারা আজকের সমাবর্তনে উপস্থিত আছেন সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, আমরা দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষেও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলোকে গ্রহণ করে পুরো জীবনব্যাপী শিখে যাব।

তিনি বলেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হচ্ছে, লাইফ লং লার্নিং এবং লার্নিং হাউ টু লার্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়েছি বলেই অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মরত অবস্থায় যারা আছেন, তাদের কাজের উন্নয়নে, পেশার উন্নয়নে, বৃত্তির উন্নয়নে সার্বিকভাবে অনেক কিছু শিখতে হচ্ছে। গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ থাকবে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার দক্ষতা ও বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে যে কোনো পেশায় আমরা যাই না কেন, যে কোনো বৃত্তিতেই যাই না কেন, জীবন ধারণ করা ও কর্ম সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। উচ্চশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যে তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আমরা এই পলিসি বাস্তবায়ন করছি।

শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য শুধু আউটকাম বেইসড কারিকুলাম নয়, এডুকেশনের ইউনিফর্মটিও প্রয়োজন। ভাষাদক্ষতা ও বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেল থাকতে হবে। এটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মৌলিক বিষয়গুলোর মানোন্নয়নে যে রূপরেখা (ডেল্টা রূপরেখা) দিয়েছেন, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার বলেন, আমরা কি কেবল স্কুল-কলেজেই শিখি? আমাদের শিক্ষা শুরু হয় কি একটা নির্দিষ্ট বয়সে, রাষ্ট্র বা সমাজের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ঘরে, নির্দিষ্ট জীবিকার মানুষদের কাছে? সবাই জানি, তা হয় না। আমি ভাষাবিজ্ঞানে সামান্য পড়াশোনা করেছি, শিশু যখন তার সাত মাসের শরীরে মায়ের পেটে অবস্থান করছে, সে তখনই মায়ের গলার স্বর অন্যদের গলার স্বর থেকে আলাদা করতে পারছে। সেটা হয়তো তার প্রথম শিক্ষা। জন্মের পর থেকে তার তুমুল শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। এক হলো সামাজিক, শারীরিক শিক্ষা। মাকে সে সকলের থেকে আলাদা করে চেনে, সেই সঙ্গে অন্যদেরও আলাদা করে। তারপর আঠারো সপ্তাহ থেকে শুরু হয় তার ভাষা শিক্ষা। সে আর এক কঠিন সাধনা। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা, তিন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সে অনর্গল বলতে শুরু করে সেই ভাষা, দশ বছরে তার ব্যাকরণ পুরো আয়ত্ত করে ফেলে। চমস্কি এটাকে মানুষের একটা কঠিনতম বৌদ্ধিক অর্জন অর্থাৎ শিক্ষা বলেছেন, তা শিশু করে ফেলে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে একটা কিছু শিখছে তা সে বুঝতেই পারে না। অথচ পরে আমরা তো দেখি, একটা নতুন ভাষা শিখতে আমাদের কী গলদঘর্ম হতে হয়।

তিনি বলেন, তারপর বাড়িতে শিখি, মা আমাদের প্রথম শিক্ষক। তখন চারপাশে প্রচুর শিক্ষক জুটে যায়, তারা আমাদের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেন, সেই শিক্ষকেরা আমাদের পরীক্ষার সমুদ্র পার করে দেন। তারপর এই সমাবর্তন আসে। সমাবর্তনের পর আবার আমরা পৃথিবীর খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে যাই। এখানে পাঠ্যবই নেই, রেফারেন্স বই নেই, আছে এক বিশাল ক্লাসঘর, আর অজস্র পরীক্ষা। আমি আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সহজে পাস করে যাও, তোমাদের অভিভাবক আর শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করো। নিজের কাজে সাফল্য অর্জন করে সমাজকে সমৃদ্ধ করো।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। তোমরা স্কুলে ও কলেজে ছিলে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছ। এখন বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শেষ করে সমাবর্তনে উপনীত হয়েছ। এই দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য গর্বের দিন, আনন্দের দিন। এই দিন কেউ ভোলে না।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে, উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে, চিন্তাকে এগিয়ে নিতে পারে। এ কারণে মানুষ নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতে পারে। আজকের গ্র্যাজুয়েটদেরও অনেক স্বপ্ন আছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে তারা অবশ্যই তাদের স্বপ্ন সফল করতে পারবে। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে বাংলাদেশ এখন উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতির রূপরেখা সমন্বিত করার চেষ্টায় আছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ইতোমধ্যে পড়ানো এবং কী পড়ানো হলো, কতটুকু অগ্রগতি হলো, একটি ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক যৌক্তিক ও যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা, এইসব তদারকি করার কারণে একেকটি কেন্দ্র হয়ে পড়েছে একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনা শুরু হয়। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক দল তাদের পরিবেশনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে।

Ref: Daily Azadi, Date: 31 October 2022, Page: 1, Col: 1
https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2022-10-31

চট্টগ্রাম সোমবার ৩১ অক্টোবর ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯।। ৩৭তম বর্ষ ২৪৯তম সংখ্যা।। ১৫ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।। ৪ রবিউসসানি ১৪৪৪ হিজরি।। Monday 31 October 2022।। ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় এক শিক্ষার্থীকে মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। ● পূর্বকোণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তনে শিক্ষা উপমন্ত্রী

জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির রূপরেখা বাস্তবায়নে গ্র্যাজুয়েটদের অংশগ্রহণ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

'শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো সনদ নেওয়ার প্রতিযোগিতা নয়, কর্মজীবনের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্যও নয়। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মনোজাগতিক উন্নয়ন লাভ করি। শিক্ষাজীবন শেষে যদি আমাদের মনোজাগতিক পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে বৃথা ছিল।'

গতকাল নগরীর নেভি কনভেনশন সেন্টারে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী (এমপি) এসব কথা বলেন।

গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার দক্ষতা ও বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে, যে কোনো পেশায় আমরা যাই না কেন, যে কোন বৃত্তিতেই যাই না কেন, জীবন ধারণ করা ও কর্ম সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

উচ্চশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যেই তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি। এক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও

● ৭ম পৃষ্ঠার ৭ম ক.

জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির রূপরেখা বাস্তবায়নে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আমরা এই পলিসি বাস্তবায়ন করছি।

ভাষা দক্ষতা ও বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেল থাকতে হবে। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মৌলিক বিয়যগুলোর মান উন্নয়নে যে-রূপরেখা (ডেল্টা রূপরেখা) দিয়েছেন, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ, আমাদের নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেন, সেই শিক্ষকেরা আমাদের পরীক্ষার সমুদ্র পার করে দেন। তারপর এই সমাবর্তন আসে। সমাবর্তনের পর আবার আমরা পৃথিবীর খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে যাই। এখানে পাঠ্যবই নেই, রেফারেন্স বই নেই, আছে এক বিশাল ক্লাসঘর, আর অজস্র পরীক্ষা। আমি আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সহজে পাশ করে যাও, তোমাদের অভিভাবক আর শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করো। নিজের কাজে সাফল্য অর্জন করে সমাজকে সমৃদ্ধ করো।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন আজকের বিশ্বকে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি এগুচ্ছে, সে দেশই বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী একজন বিশ্ব-নেতা। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনিও অনুভব করেছিলেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হবে। তাই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষাকে। এ কারণে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও বাংলাদেশকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রাক্তন মেয়র ও মানবতাবাদী রাজনৈতিক নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সিকান্দার খান, পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক। এছাড়া, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, অর্থ কমিটির সদস্যবৃন্দ, শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ডিন, রেজিস্ট্রার, সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবর্তনে ৫৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট তাঁদের শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া, কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ছয় শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল, ছয় শিক্ষার্থীকে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গোল্ড মেডেল, ছয় শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া, ১৮ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে ডিন্‌স এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

Ref: Daily Purbokone, Date: 31 October 2022, Page: 1, Col: 6
https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2022-10-31

১০ বছরে
দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

সোমবার
চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর ২০২২
১৫ কার্তিক ১৪২৯
৪ রবিউস সানি ১৪৪৪
বর্ষ-১০, সংখ্যা-৩০৮

পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেড
৯৪/১০৩, কাতালগঞ্জ রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
24/7 চালু টেলিফোন ও মোবাইল নাম্বার সমূহ
টিএনটি ফোন নাম্বার: 02-334455071-6, 02-334451901-6
মোবাইল নাম্বার: 01976-022111, 01976-022333
info@phictg.com | parkviewhospitalctg | parkview.com.bd

শুভ সকাল
দেশের ৩৩ হাজার বিদ্যালয়ে পাঠাগার করা হবে

দশ কথার এক কথা
বাংলাদেশে এডিস মশা ছিল না, ফ্লাইটে করে আসতে পারে : মন্ত্রী তাজুল

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ মাস্টার নজির আহমদ
www.dailypurbodesh.com
৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

চট্টগ্রামে শনাক্ত ১,২৯,৪৫৭ মৃত্যু ১,৩৬৭

শেষ পাতায়
মশক নিধনে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সমান বরাদ্দ চায় চসিক

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। ছবি : পূর্বদেশ

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ হয় মনোজাগতিক উন্নয়ন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার দক্ষতা ও বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে যে কোনো পেশায় আমরা যাই না কেন, যে কোনো বৃত্তিতেই যাই না কেন, জীবন ধারণ করা ও কর্ম সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। উচ্চশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যেই তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আমরা এই পলিসি বাস্তবায়ন করছি।

গতকাল রবিবার নগরীর নেভি কনভেনশন সেন্টারে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো সনদ নেওয়ার প্রতিযোগিতা কর্মজীবনের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্যও নয়। প্রাথমিকভাবে যে বিষয়টি শিক্ষার মাধ্যমে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ ● পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪.

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ হয় মনোজাগতিক

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

করি, সেটা হচ্ছে আমাদের মনোজাগতিক উন্নয়ন। এর জন্য দরকার মনোজাগতিক পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যদি না আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে বৃথা ছিল। গ্র্যাজুয়েট যারা আজকের সমাবর্তনে উপস্থিত আছেন সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন হচ্ছে- আমরা দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষেও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলোকে গ্রহণ করে পুরো জীবনব্যাপী শিখে যাবো। আমাদের বর্তমান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হচ্ছে, লাইফ লং লার্নিং এবং লার্নিং হাউ টু লার্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়েছি বলেই অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মরত অবস্থায় যারা আছেন, তাঁদের কাজের উন্নয়নে, পেশার উন্নয়নে, বৃত্তির উন্নয়নে সার্বিকভাবে অনেককিছু শিখতে হচ্ছে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী উল্লেখ করেন, উচ্চশিক্ষার জন্য শুধু আউটকাম বেইসড কারিকুলাম নয়, এডুকেশনের ইউনিফর্মেটিও প্রয়োজন। তিনি ভাষাদক্ষতা ও বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেল থাকতে হবে। এটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মৌলিক বিষয়গুলোর মান উন্নয়নে যে রূপরেখা (ডেল্টা রূপরেখা) দিয়েছেন, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক।

সমাবর্তন বক্তার বক্তব্যে প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার বলেন, আমরা কি কেবল স্কুল-কলেজেই শিখি? আমাদের শিক্ষা শুরু হয় কি একটা নির্দিষ্ট বয়সে, রাষ্ট্র বা সমাজের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ঘরে, নির্দিষ্ট জীবিকার মানুষদের কাছে? সবাই জানি, তা হয় না। আমি ভাষাবিজ্ঞানে সামান্য পড়াশোনা করেছি, আমি জানি যে শিশু যখন তার সাত মাসের শরীরে মায়ের পেটে অবস্থান করছে, সে তখনই মায়ের গলার স্বর অন্যদের গলার স্বর থেকে আলাদা করতে পারছে। সেটা হয়তো তার প্রথম শিক্ষা। জন্মের পর থেকে তার তুমুল শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। এক হল সামাজিক শারীরিক শিক্ষা, মা'কে সে সকলের থেকে আলাদা করে চেনে, সেই সঙ্গে অন্যদেরও আলাদা করে। তার পর আঠারো সপ্তাহ থেকে শুরু হয় তার ভাষা শিক্ষা, সে আর এক কঠিন সাধনা। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা, তিন সাড়ে-তিন বছরের মধ্যে সে অনর্গল বলতে শুরু করে সেই ভাষা, দশ বছরে তার ব্যাকরণ পুরো আয়ত্ত করে ফেলে। চমস্কি এটাকে মানুষের একটা কঠিনতম বৌদ্ধিক অর্জন অর্থাৎ শিক্ষা বলেছেন, তা শিশু করে ফেলে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে একটা কিছু শিখছে তা সে বুঝতেই পারে না। অথচ পরে আমরা তো দেখি, একটা নতুন ভাষা শিখতে আমাদের কী গলদঘর্ম হতে হয়। তারপর বাড়িতে শিখি, মা আমাদের প্রথম শিক্ষক। তখন চারপাশে প্রচুর শিক্ষক জুটে যায়, তাঁরা আমাদের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেন, সেই শিক্ষকেরা আমাদের পরীক্ষার সমুদ্র পার করে দেন। তার পর এই সমাবর্তন আসে। সমাবর্তনের পর আবার আমরা পৃথিবীর খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে যাই। এখানে পাঠ্যবই নেই, রেফারেন্স বই নেই, আছে এক বিশাল ক্লাসঘর, আর অজস্র পরীক্ষা। আমি আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সহজে পাশ করে যাও, তোমাদের অভিভাবক আর শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করো। নিজের কাজে সাফল্য অর্জন করে সমাজকে সমৃদ্ধ করো।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। তোমরা স্কুলে ও কলেজে ছিলে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছো। এখন বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শেষ করে সমাবর্তনে উপনীত হয়েছো। এই দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য গর্বের দিন, আনন্দের দিন। এই দিন কেউ ভুলে না। তিনি উল্লেখ করেন, সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্র্যাজুয়েটরা জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তিনি 'আজকের বিশ্বকে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব' উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি এগুচ্ছে, সে দেশই বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শি একজন বিশ্বনেতা। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনিও অনুভব করেছিলেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হবে। তাই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষাকে। এ কারণে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও বাংলাদেশকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রাক্তন মেয়র ও মানবতাবাদী রাজনৈতিক নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপে সই করতে পারতেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই সংখ্যা হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। এইসব দেশে তা ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ইউরোপে যে দেশে যত বেশি শিক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে, দেখা গেছে সে দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ততই বিপুলভাবে এগিয়ে গেছে। এইসব দেশে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মখ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে, উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে, চিন্তাকে এগিয়ে নিতে পারে। এ কারণে মানুষ নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতে পারে। আজকের গ্র্যাজুয়েটদেরও অনেক স্বপ্ন আছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে তারা অবশ্যই তাদের স্বপ্ন সফল করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে বাংলাদেশ এখন উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতির রূপরেখা সমন্বিত করার চেষ্টায় আছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ইতোমধ্যে পড়ানো এবং কী পড়ানো হলো, কতটুকু অগ্রগতি হলো একটি ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক যৌক্তিক ও যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা, এইসব তদারকি করার কারণে এক একটি কেন্দ্র হয়ে পড়েছে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্যই, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সরকারি এই প্রচেষ্টার অংশগ্রহণকারী একটি শক্তিশালী মহতী প্রতিষ্ঠান এবং যেহেতু এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন শিক্ষাদরদী মানবদরদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, তাই আমার বিশ্বাস প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অগ্রগতি আধুনিক উপায়ে সাধিত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পৃথিবী এখন অদম্য বাংলাদেশের পক্ষে। শিক্ষার্থীদের এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আউট অব বক্স চিন্তা, নতুন নতুন ধারণা ও প্রযুক্তিকে ধারণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই উদ্ভাবনী বাংলাদেশ আমরা পাবো। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে যে রূপরেখা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, অর্থ কমিটির সদস্যবৃন্দ, শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ডিন, রেজিস্ট্রার, সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সমাবর্তনে ৫ হাজার ৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট তাঁদের শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় সমাবর্তনে তানভীর মাহবুব (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), মো. মহিউদ্দিন ইকবাল (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সৈয়দা আফরোজা (ব্যাচেলর অব ল'জ), সোহানা সুলতানা (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), নাবিল সাদ (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), রিদওয়ানুল আহসান নাঈম (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-কে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল, তাহমিনা নাজনীন (ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইংলিশ), ইউসরা আমরিন হুসেইন (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), শাহারিয়া জান্নাত সাফা (ব্যাচেলর অব ল'জ), অভিজিৎ পাল (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), রাবিয়া জাহান নিশা (মাস্টার্স অব ল'জ), সুজয় বড়ুয়া (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গোল্ড মেডেল এবং তৃণা দেব (ব্যাচেলর অব ল'জ), মরিয়ম বেগম (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), মো. রিদওয়ান সিদ্দিকী ওয়াদুদ (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সুলতানা আফরিন (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), জয়া সাহা (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), মো. সাইফুল ইসলাম (মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-কে ভাইস-চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে প্রদান করা হয় ডিনস অ্যাওয়ার্ড। এরপর বেলা ৩ টায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন শুরু হয়। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক দল এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে।

Ref: Daily Purbodesh, Date: 31 October 2022, Page: 1, Col: 2
https://epurbodesh.com/index.php?date=31-10-2022&page=1

চট্টগ্রাম • সোমবার • ৩১ অক্টোবর ২০২২ • ১৫ কার্তিক ১৪২৯ • ৪ রবিউস সানি ১৪৪৪ | ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা | চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৭৫

রূপান্তর নবযাত্রা

suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

৩ 'চৌধুরী এনজি মাহমুদ কামাল ছিলেন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ'

৫ বাঁশখালীতে বনাঞ্চলের গর্জনগাছ কেটে বিক্রয়

৬ নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পাকিস্তান

এবার কোনালের কণ্ঠে 'বিয়ের গান'

সময়ের জনপ্রিয় গায়িকা সোমলতা মনির কোনাল। এক যুগের ক্যারিয়ারে 'স্বপ্নডানা', 'ঘুম জড়ানো দু চোখ মেলে', 'আজন লাগাইলো'সহ বেশ কিছু চমৎকার গান উপহার দিয়েছেন তিনি।

বিস্তারিত ▶ পৃষ্ঠা ৬

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী-সুপ্রভাত

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক »

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো সনদ নেওয়ার প্রতিযোগিতা নয়, কর্মজীবনের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্যও নয়। প্রাথমিকভাবে যে-বিষয়টি শিক্ষার মাধ্যমে, বিশেষত, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ করি, সেটা হচ্ছে আমাদের মনোজাগতিক উন্নয়ন। এর জন্য দরকার, মনোজাগতিক পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন। এ তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যদি না আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে বৃথা ছিল।

গতকাল নগরের নেভি কনভেনশন সেন্টারে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হচ্ছে, লাইফ লং লার্নিং এবং লার্নিং হাউ টু লার্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়েছি বলেই অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মরত অবস্থায় যাঁরা আছেন, তাঁদের কাজের উন্নয়নে, পেশার উন্নয়নে, বৃত্তির উন্নয়নে সার্বিকভাবে ▶ *২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলাম*

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে নানা

► *১ম পৃষ্ঠার পর*

অনেককিছু শিখতে হচ্ছে। গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ থাকবে যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার দক্ষতা ও বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

উচ্চশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে-ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা ইতোমধ্যেই তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে আমরা এই পলিসি বাস্তবায়ন করছি।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেল থাকতে হবে। এটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মৌলিক বিয়ষগুলোর মান উন্নয়নে যে-রূপরেখা (ডেল্টা রূপরেখা) দিয়েছেন, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এ অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক।

প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার সমাবর্তন বক্তার বক্তব্যে বলেন, মা আমাদের প্রথম শিক্ষক। পরে চারপাশে প্রচুর শিক্ষক জুটে যায়, তাঁরা আমাদের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেন, সেই শিক্ষকেরা আমাদের পরীক্ষার সমুদ্র পার করে দেন। তার পর এই সমাবর্তন আসে। সমাবর্তনের পর আবার আমরা পৃথিবীর খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে যাই। এখানে পাঠ্যবই নেই, রেফারেন্স বই নেই, আছে এক বিশাল ক্লাসঘর, আর অজস্র পরীক্ষা। আমি আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সহজে পাশ করে যাও, তোমাদের অভিভাবক আর শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করো। নিজের কাজে সাফল্য অর্জন করে সমাজকে সমৃদ্ধ করো।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। তোমরা স্কুলে ও কলেজে ছিলে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছো। এখন বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শেষ করে সমাবর্তনে উপনীত হয়েছো। এই দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য গর্বের দিন, আনন্দের দিন। এই দিন কেউ ভোলে না। তিনি উল্লেখ করেন, সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্র্যাজুয়েটরা জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তিনি 'আজকের বিশ্বকে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব' উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি এগুচ্ছে, সে দেশই বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী একজন বিশ্ব-নেতা। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনিও অনুভব করেছিলেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হবে। তাই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষাকে। এ কারণে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও বাংলাদেশকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রাক্তন মেয়র ও মানবতাবাদী রাজনৈতিক নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে, উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে, চিন্তাকে এগিয়ে নিতে পারে। এ কারণে মানুষ নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতে পারে। আজকের গ্র্যাজুয়েটদেরও অনেক স্বপ্ন আছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে তারা অবশ্যই তাদের স্বপ্ন সফল করতে পারবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পৃথিবী এখন অদম্য বাংলাদেশের পক্ষে। শিক্ষার্থীদের এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আউট অব বক্স চিন্তা, নতুন নতুন ধারণা ও প্রযুক্তিকে ধারণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই উদ্ভাবনী বাংলাদেশ আমরা পাবো। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে যে-রূপরেখা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। গ্র্যাজুয়েটদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখতে হবে। দক্ষ জনবল হয়ে উঠতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ জনবল খুবই প্রয়োজন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি দক্ষ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। দক্ষ জনবল তৈরি না হলে অর্থ ও প্রযুক্তি কোনো কাজে আসবে না। তিনি সনদপ্রাপ্তদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সততা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সংরক্ষণের কেন্দ্র। দেশপ্রেমমূলক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষাব্যবস্থাকে উচ্চমানে নিয়ে যাবেন, এটাই আমার প্রত্যাশা।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, অর্থ কমিটির সদস্যবৃন্দ, শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ডিন, রেজিস্ট্রার, সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সমাবর্তনে ৫৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট তাদের শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় সমাবর্তনে তানভীর মাহবুব (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), মো. মহিউদ্দিন ইকবাল (ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), সৈয়দা আফরোজা (ব্যাচেলর অব ল'জ), সোহানা সুলতানা (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), নাবিল সাদ (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), রিদওয়ানুল আহসান নাঈম (মাস্টার্স অব বিজনেস এডিমিনিস্ট্রেশান)-কে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল, তাহমিনা নাজনীন (ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইংলিশ), ইউসরা আমরিন হুসেইন (ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স), শাহারিয়া জান্নাত সাফা (ব্যাচেলর অব ল'জ), অভিজিৎ পাল (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), রাবিয়া জাহান নিশা (মাস্টার্স অব ল'জ), সুজয় বড়ুয়া (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান)-কে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গোল্ড মেডেল এবং তূর্ণা দেব (ব্যাচেলর অব ল'জ), মরিয়ম বেগম (ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), মো. রিদওয়ান সিদ্দিকী ওয়াদুদ (ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), সুলতানা আফরিন (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), জয়া সাহা (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান), মো. সাইফুল ইসলাম (মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান)-কে ভাইস-চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে প্রদান করা হয় ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

Ref: Daily Suprobhat Bangladesh, Date: 31 October 2022, Page: 1, Col: 2
https://esuprobhat.com/index.php?page=1&date=2022-10-31

ভোরের কাগজ
বিজ্ঞাপন বিভাগের ই-মেইল
bkagojadvt@gmail.com
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১২৫১৭০৭০
শ্রেণিকৃত ও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের মূল্য
পরিশোধ করুন বিকাশ নম্বরে : ০১৭৩৩০৬২০১৪
প্রকাশনার বছর

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

ভোরের কাগজ

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ২৪৮ ■ ঢাকা ■ সোমবার ■ ১৫ কার্তিক ১৪২৯ ■ ৪ রবিউস সানি ১৪৪৪ ■ ৩১ অক্টোবর ২০২২ ■ www.bhorerkagoj.com

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষা উপমন্ত্রী

শিক্ষার উদ্দেশ্য মনোজাগতিক উন্নয়ন

চট্টগ্রাম অফিস : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো সনদ নেয়ার প্রতিযোগিতা নয়, কর্মজীবনের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্যও নয়। প্রাথমিকভাবে যে বিষয়টি শিক্ষার মাধ্যমে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে লাভ করি, সেটা হচ্ছে আমাদের মনোজাগতিক উন্নয়ন। এর জন্য দরকার, মনোজাগতিক পরিবর্তন, নৈতিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যদি না আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে শিক্ষাটা সত্যিকার অর্থে বৃথা ছিল।

গতকাল রবিবার চট্টগ্রামের নেভি কনভেনশন সেন্টারে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী উল্লেখ করেন, উচ্চশিক্ষার জন্য শুধু আউটকাম বেইসড কারিকুলাম নয়, এডুকেশনের ইউনিফর্মিটিও প্রয়োজন। তিনি ভাষাদক্ষতা ও বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেল থাকতে হবে। এটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মৌলিক বিয়ষগুলোর মান উন্নয়নে যে রূপরেখা দিয়েছেন, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-লেখক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী-শিক্ষাবিদ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপউপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একে এম তফজল হক।

ড. পবিত্র সরকার বলেন, ক্লাসঘরের মধ্যেও আমরা শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু শিখি। শুধু নিজের বিষয়ে নয়, অন্যান্য নানা বিষয়েও। তিনি বলেন, তিনটি সাধারণ ধারণা আছে মানুষের- দেশ, কাল, পাত্র। কোনো দেশের শিক্ষা

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষার উদ্দেশ্য

● শেষের পাতার পর

ব্যবস্থায় সাধারণভাবে কাল ঠিক করে দেয় যে, পাত্ররা কে ছাত্র, কে শিক্ষক। সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুয়ের আলাদা ভূমিকা থাকে। ছাত্ররা ক্লাসঘরে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের জানা ও বোঝার উৎস আরো আছে, যেমন পাঠ্য বই, যা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে আরো বেশি বোধগম্য করে দেন, প্রয়োজনে দোভাষীর কাজ করেন। পাঠকে আরো বিশদ করে দেন শিক্ষকরা এবং তার বিষয়কে ছাত্রের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করতে সাহায্য করেন। ছাত্র নিজের সহায়ক নানা বই পড়ে তার অধীত জ্ঞানের ভিত্তিকে পোক্ত করতে এগিয়ে যায়। পরে শিক্ষকরা ছাত্র কতটা শিক্ষা পেল তার পরীক্ষা নেন এবং ছাত্রের সাফল্য বা ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্র্যাজুয়েটরা জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 'আজকের বিশ্বকে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব' উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি এগুচ্ছে, সে দেশই বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে আসছে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিও বাংলাদেশকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রাক্তন মেয়র ও রাজনৈতিক নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষাকার্যক্রম ও বহুমুখী সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৃজনশীলতা সৃষ্টির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাবর্তনে ৫৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট তাদের শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় সমাবর্তনে ১৮ জনকে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে প্রদান করা হয় ডিনস অ্যাওয়ার্ড। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনা শুরু হয়। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক দল এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যরা, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা, অর্থ কমিটির সদস্যরা, শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যরা, সব ডিন, রেজিস্ট্রার, সব বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ও স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

Ref: Daily Bhorerkagoj, Date: 31 October 2022, Page: 12, Col: 1
https://ebhorerkagoj.com/national/2022/10/31/12

প্রথম আলো
সোমবার

বিয়ে কি গোপন রাখা যায়
» বিনোদন ১২

জলবায়ু অভিবাসীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে
» খবর ৩

গুজরাটে ঝুলন্ত সেতু ভেঙে নিহত ৯১
» আন্তর্জাতিক ৭

শিশুদের জন্য দুই তরুণের 'বাবুলান্ড'
» বাণিজ্য ১১

সমাবর্তনে শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

এবারের সমাবর্তনে ৫ হাজার ৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

সনদ পাওয়ার পর সেই চিরচেনা দৃশ্য দেখা গেল। টুপিগুলো উড়ল আকাশে। তাৎক্ষণিক ক্যামেরার ঝলক। শিক্ষার্থীদের কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দল বেঁধে ছবি তোলায়, আবার কেউ সেলফিতে। সবার মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, আনন্দ। এ উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ ছিল একটাই—প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন।

গতকাল রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের টাইগার পাস নেভি কনভেনশন সেন্টারে শিক্ষার্থীদের এ কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টির তৃতীয় সমাবর্তনে হাজির হয়েছিলেন হাজারো শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ থেকে মো. মহিউদ্দিন ও মাহবুব করিমের পড়াশোনা শেষ হয় বছর সাতেক আগে। এরপর তাঁরা চলে যান ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। সমাবর্তন আয়োজনে এসে ফিরে গেলেন শিক্ষাজীবনে। এই দুই শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেন, সমাবর্তনের আশায় তাঁরা ছিলেন। এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলে। ডিগ্রির ফলাফল আগেই পেয়েছিলেন। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ নেওয়া হলো।

আয়োজকেরা জানান, এবারের সমাবর্তনে ৫ হাজার ৬৯৭ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফল করে চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল পান ছয়জন, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী গোল্ড মেডেল পান ছয়জন এবং ছয়জনকে দেওয়া হয় উপাচার্য গোল্ড মেডেল। এর আগে দুটি সমাবর্তনে সনদ গ্রহণ করেন ১৯ হাজার ১৮ শিক্ষার্থী।

সমাবর্তনে সভাপতি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ইউজিসির সদস্য মো. সাজ্জাদ হোসেন, বিশ্বজিৎ চন্দ ও মো. আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক—সবার মধ্যেই ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। এ উদ্দীপনা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারে কথায়। তিনি বলেন, 'দেশ, কাল, পাত্র—এ তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো দেশে কালই ঠিক করে পাত্রটি কি শিক্ষক নাকি শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা শেখেন পাঠ্যবই থেকে আর শিক্ষকেরা সেই পাঠ্যবইকে আরও প্রাণবন্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির করেন। শিক্ষকেরাও শেখেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। তবে শুধু স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ই শেখার শেষ জায়গা নয়; শিখতে হবে এর বাইরে থেকেও।'

উপাচার্য অনুপম সেন বলেন, আজকের বিশ্ব জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব। যে দেশ জ্ঞানে অগ্রসর হবে, সে দেশই বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বের অনেক অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছে মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির কারণে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পুরো জীবনই শিক্ষার জন্য নিবেদন করতে হবে। কোনো কর্মদাতা সনদ দেখে এখন আর চাকরি দিতে আগ্রহী নন। তাঁরা দক্ষ জনবল চান। ফলে, কর্মসংস্থানের জন্য দরকার বাড়তি যোগ্যতা। এ কারণে আন্তর্জাতিক কয়েকটি ভাষা শিখতে হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তবেই মিলবে সফলতা। এ ছাড়া সফট স্কিলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

২০০২ সালের ২১ জানুয়ারি সাবেক সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর উদ্যোগে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি স্থায়ী ক্যাম্পাসের অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২০২১ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্থায়ী সনদ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে ৬টি অনুষদ। এসব অনুষদে বিভাগ রয়েছে ১৪টি।

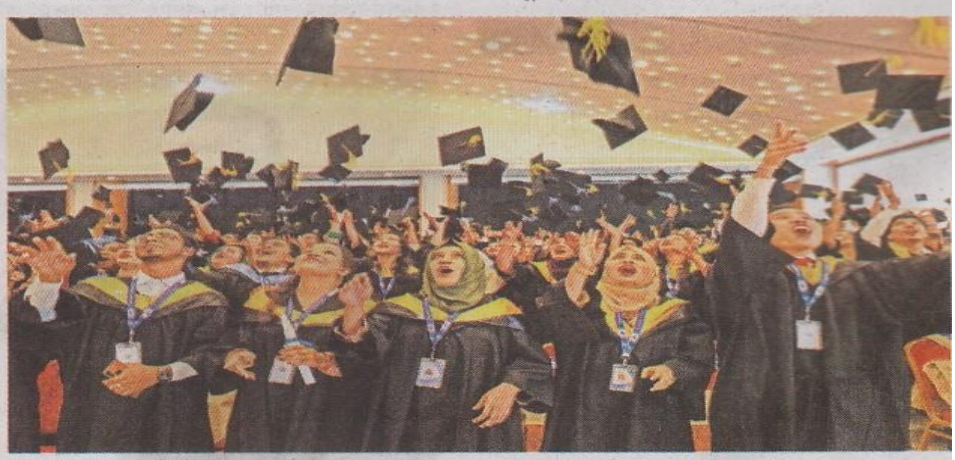

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের টাইগারপাসের নেভি কনভেনশন সেন্টারে। ছবি : জুয়েল শীল

Ref: Daily Prothom Alo, Date: 31 October 2022, Page: 16, Col: 5

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | October 31, 2022 | Kartik 15, 1429 BS | Rabius Sani 4, 1444 Hijri | MONDAY | Vol 11 | No. 291 | Regd. No. DA6132 | 16 Pages | Price Tk 10

DEATH TOLL FROM SOMALIA TWIN BOMBINGS CLIMBS TO 100 ▶ PAGE 8

APPAREL EXPORT MAY CROSS $100B UNDER GREEN PLATFORM ▶ PAGE 13

OBAMA TRIES TO RESCUE DEMOCRATS FROM US MIDTERM LOSSES ▶ PAGE 8

The third convocation ceremony of Premier University (PU) held at the Navy Convention Center in Chattogram on Sunday. PHOTO: OBSERVER

Third Convocation of Premier University held

Staff Correspondent

CHATTOGRAM, Oct 30: Third convocation ceremony of Premier University (PU) held at the Navy Convention Center in Chattogram on Sunday.

Deputy Education Minister Barrister Mohibul Hasan Chowdhury, MP presided over the programme.

India's eminent educationist and writer, former Vice-Chancellor of Rabindra Bharati University Prof Dr Pavitra Sarkar addressed as the convocation speaker.

PU Vice-Chancellor Prof Dr Anupam Sen gave the welcome speech.

Barrister Mahibul Hasan Chowdhury said, 'The mentality of taking various types of training related to the skills and scholarship of completing the institutional education should be acquired. The important philosophy of our current education is lifelong learning and learning how to learn.'

Prof Dr Pabitra Sarkar in his convocation speech said, 'The country that advances more in the field of education that country is coming forward in the role of leadership in the world. Humans have intelligence, innovative abilities. People can plan, think forward, that's why people can fulfill their dreams.'

Vice-Chancellor Professor Dr Anupam Sen said, 'This day is a day of pride and joy for the students. No one forgets this day. Through the convocation graduates enter a vast field of life.'

Bangladesh Accreditation Council Chairman Prof Dr Mesbahuddin Ahmed, UGC Member Prof Dr Md Sajjad Hossain, Prof Dr Biswajit Chanda and Prof Md Abu Taher, University Deputy Vice Chancellor Prof Dr Kazi Shamim Sultana and Treasurer Prof AKM Tafzal Haque were present as special guests.

5697 graduates received their graduation certificates and 1109 graduates participated in the convocation. Three undergraduates and three post-graduates were awarded the Chancellor's Gold Medal, three undergraduates and three post-graduates were awarded the ABM Mohiuddin Chowdhury Gold Medal and three undergraduates and three post-graduates were awarded the Vice Chancellor's Gold Medal. Besides, 18 undergraduates and 13 post-graduates will be given the Dean's Award.

Ref: Daily Observer, Date: 31 October 2022, Page: 3, Col: 1
https://epaper.observerbd.com/2022/10/31/3/details